JUL 26 2002

# ছাত্র রাজনীতি : এদেশ আঘাত খেলে বিদ্রোহী হয়

## রুদ্ধদ্বার মুক্তপ্রাণ

আবেদ খান

বাষট্টি সালের কথা। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে তখন ছাত্র আন্দোলন একটু একটু করে দানা বাঁধছে আইয়ুবের সামরিকতন্ত্রের বিরুদ্ধে। পাকিস্তানের লৌহমানব আইয়ুব খান মার্শাল ল'-এর মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেছেন ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে। প্রথমে মার্শাল ল' জারি করলেন জেনারেল ইস্কান্দর মীর্জা অক্টোবর মাসের সাত তারিখে। নেপথ্যে প্রধান সেনাপতি জেনারেল আইয়ুব। আর তার আঠারো দিন পর ইস্কান্দর মীর্জাকে তর্জনী তুলে সোজা বের করে দিলেন পাকিস্তানের সামরিকতন্ত্রের নটরাজ। সামরিক শাসন বা মার্শাল ল' কাকে বলে তখন দেশের মানুষ জানত না। পশ্চিম পাকিস্তানে আংশিক সামরিক শাসন হয়েছে বটে কোথাও কোথাও। কিন্তু তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে এটা একেবারেই অচেনা। অতএব সর্বত্র ভীতি এবং সর্বত্র ফিস ফিস করা গুজব। প্রতিদিন সামরিক আইন বিধিমালা জারি করা হচ্ছে। যে কোন বিধিমালা ভঙ্গ করার শাস্তি চৌদ্দ বছর সশ্রম কারাদণ্ড, বেত্রদণ্ড ইত্যাদি। সবাই সন্ত্রস্ত। বলা হচ্ছে, বাড়ির আশপাশে আবর্জনা থাকলে কঠোর শাস্তি, কারাভোগ তো আছেই, সেই সঙ্গে বেত্রদণ্ড– অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। বলা মাত্র দেখা গেল মহল্লার ছেলে, বুড়ো, জোয়ান নেমে পড়েছে পরিচ্ছন্নতা অভিযানে। পরিচ্ছন্নতা প্রধান নয়, প্রধান হল দণ্ড থেকে পরিত্রাণ। শোনা যাচ্ছে, অমুক রাজনৈতিক নেতাকে কোমরে দড়ি বেঁধে রাস্তা দিয়ে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তমুককে প্রকাশ্যে চাবুক মারা হচ্ছে ইত্যাদি। ওদিকে সামরিক শাসকদের পক্ষ থেকে সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে, গুজব ছড়ালে কঠোর শাস্তি। অর্থাৎ সে সময় সামরিক শাসকরাও দেখল, এই ভীতুর দল তো যা বলা যায় তাই করে সুড়সুড় করে! তাদেরও কৌতুকের মাত্রা তাই গেল বেড়ে। ঠিক সে সময় শোনা গেল সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে দু'জন ধরা পড়েছে। একজন ডেমরার বার বছর বয়সের কিশোর হায়াত খান এবং অন্যজন ছাত্রনেতা যশোরের আবদুস শহীদ লাল। দু'জনেরই কঠোর দণ্ড হল। চৌদ্দ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। প্রতিবাদীরা শাস্তি বরণ করল বটে কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও প্রমাণ করে দিল যে, শঙ্কিত রাজনীতিক, বিধ্বস্ত গণতন্ত্র, বিপন্ন মূল্যবোধ এবং বিভ্রান্ত জনতার সামনে দৃপ্ত পদবিক্ষেপে চলার শক্তি এবং সাহস শুধু ওদেরই আছে। এই বোধটিই বিন্দু বিন্দু করে সঞ্চিত হচ্ছিল। তার প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটল বাষট্টি সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির দিকে। সেই বাষট্টির কথাই বলছি। হায়াত খান-শহীদ লালদের সাহসের স্ফুলিঙ্গ দাবানলে পরিণত হল চার বছরে। 'আইয়ুব শাহী ধ্বংস হোক', 'সামরিকতন্ত্র নিপাত যাক'– ফেস্টুন নিয়ে বিশাল মিছিলের উদ্ধত স্লোগান ঘোষণা করে দিয়েছিল বৃহত্তর আন্দোলনের আগমনবার্তা। জেল-লাঠি আর টিয়ারগ্যাস দিয়ে ভয় দেখানো যায়, কিন্তু বশ তো করা যায় না। কাজেই শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিলের দাবিতে শুরু হল ছাত্রসমাজের আন্দোলন। ১৭ সেপ্টেম্বর শিক্ষা দিবস যে এখনও পালন করা হয়ে থাকে তার সূচনা সেই চল্লিশ বছর আগের। সেই ১৭ সেপ্টেম্বরে শহীদ হল ওয়াজিউল্লাহ, বাবুল সমেত কয়েকজন। সারা ঢাকা উত্তপ্ত, ঢাকাবাসী বিমর্ষ। সম্ভবত ২২ কিংবা ২৩ সেপ্টেম্বর পল্টন ময়দানে আন্দোলনরত ছাত্রসমাজের পক্ষ থেকে এক জনসভার আয়োজন করা হয়। বিশাল আকার ধারণ করেছিল সেই জনসভা। রাজনৈতিক দলের কার্যক্রমের ওপর তখন নিষেধাজ্ঞা চলছে। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ছিলেন গোলাম ফারুক। ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ, আইয়ুবের সঙ্গে সব ব্যাপারেই যে একমত পোষণ করেন সেটা বলা যায় না। সে সময় আইয়ুব এবং তার সামরিক অনুচররা একটি কথা অনবরত বলে চলেছিলেন, তা হচ্ছে– ছাত্রসমাজের রাজনীতি না করে লেখাপড়ায় মনোযোগী হওয়া উচিত। এটা কেবল আইয়ুবের দর্শন, তা নয়। দেশ বিভাগের পর যখন রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলার স্বীকৃতি দাবি করে ছাত্রসমাজ সংগঠিত হচ্ছিল, তখন ওই কথাই উচ্চারিত হয়েছিল মুসলিম লীগ সরকারের পক্ষ থেকে। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পরও এ কথা বলা হয়েছে, ছাপ্পান্ন সালে ৯২ক ধারা জারি করে যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে দেয়ার পরও একই বুলি– ছাত্রদের রাজনীতি করা উচিত নয়। আইয়ুব খান তো বলতেনই। বাষট্টির কথা বলতে গিয়ে আমি বলছি পল্টন ময়দানে সেপ্টেম্বরের ২২ কিংবা ২৩ তারিখের সেই বিশাল জনসভার কথা। সেই জনসভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন তদানীন্তন ডাকসুর ভিপি (আমার ভুলও হতে পারে) এনায়েতুর রহমান।

বক্তা ছিলেন ছাত্র ইউনিয়ন নেতা আবদুর রহিম আজাদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সে সময়কার কৃতী ছাত্র মীজানুর রহমান শেলী প্রমুখ। আবদুর রহিম আজাদ বক্তৃতা দিতে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'ছাত্রসমাজ রাজনীতি করবে কি করবে না এ নিয়ে আবার কথাবার্তা শুরু হয়েছে। তবে আমি পরিষ্কার ভাষায় বলতে চাই, রাজনীতির অর্থ যদি পারমিট চুরি হয়, রাজনীতির অর্থ যদি সন্ত্রাস হয় তাহলে সে রাজনীতি ছাত্রসমাজ করবে না। আর রাজনীতির অর্থ যদি হয় ন্যায়ের জন্য লড়াই এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তাহলে সে রাজনীতি ছাত্রসমাজের জন্য ফরজ। ছাত্রসমাজ সে রাজনীতি করবেই করবে।'

ছাত্রদের রাজনীতি করা উচিত কি অনুচিত এ নিয়ে অনেক বক্তব্য এখনও আসছে। ছাত্র রাজনীতির পক্ষ ধরে যারা আজ রাজনীতির অঙ্গনে রথী-মহারথী হয়েছেন, তাদের ভেতরকার কেউ কেউ ক্ষমতার মসনদে উপবেশন করার পর তাদের চৌহদ্দিতে ছাত্রদের পদচারণায় বিব্রত এবং শঙ্কিত হন। তখন তাদের কাছে ছাত্র রাজনীতি বিষবৎ পরিত্যাজ্য মনে হয়। আবার তারাই যখন ক্ষমতাবিচ্যুত হন তখন নিজেদের রাজনৈতিক পুনরুত্থানের জন্য তাদের নির্ভর করতে হয় ছাত্র রাজনীতির ওপর। আজ ক্ষমতায় গিয়ে বিএনপি ছাত্র রাজনীতির বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত। কিন্তু বিএনপি সুনিশ্চিতভাবে জানে যে, এই ছাত্র রাজনীতিই তাকে রাজনীতিতে টিকিয়ে রেখেছে। জোট সরকারের অন্যতম শরিক জামায়াতে ইসলামীর মেরুদণ্ড হচ্ছে ছাত্রশিবির। ছাত্রদল এবং ছাত্রশিবিরের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে দিয়ে ভালভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারবে এই দুটো দল? সম্প্রতি জাতীয় পার্টির একাংশের নেতা এরশাদ বলেছেন, ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার অধিকার কারও নেই। অথচ তিনি যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন ছাত্র রাজনীতি বন্ধের জন্য কম নসিহৎ করেছেন! একসময় তো তিনি মোনায়েম খানের এনএসএফ-এর কায়দায় তৈরি করেছিলেন ছাত্রসমাজ। তারপর একসময় হঠাৎ চমক দেয়ার জন্য তিনি ঘোষণা দিয়ে ছাত্রসমাজের বিলোপ ঘোষণা করলেন। সবাই বুঝল এটা এরশাদের চমক দেয়ার অভ্যাস ছাড়া আর কিছু নয়। অথচ এরশাদের ক্ষমতায় অবস্থানের শেষ সময়টা পর্যন্ত অস্ত্র হাতে কারা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরকে অগ্নিকুণ্ড বানিয়ে রেখেছিল, কারা ডা. গিলনের প্রাণহরণ করেছিল? তাদের পরিচয় তো বিধৃত আছে ইতিহাসের পাতায়।

> ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার আইন প্রণয়নের কথা যারা ভাবছেন তাদের বলি, আইন করে কি বাতাসের চলাচল নিষিদ্ধ করা যায়? আইনের জোরে কি সূর্যের আলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা যায়? সরকার যদি ছাত্রদের সুমতি প্রত্যাশা করে তাহলে সর্বাগ্রে সরকারের মধ্যে সুমতি আসতে হবে। ছাত্রদের লোভী বানাবেন না, তাদের ব্যবসায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করবেন না, নিজেদের সংকীর্ণতার মানসিকতা ওদের মধ্যে প্রবিষ্ট করবেন না। নিজেরা সংশোধিত হলে দেশের রাজনীতি, সমাজ কাঠামো সবই সংশোধিত হবে। বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এখানে ঠ্যাঙানি দিয়ে ভয় দেখানো কাজে লাগে না।

ছাত্র রাজনীতি সিদ্ধ বা নিষিদ্ধ করার বিতর্ক উত্থাপন হাস্যকর বলে আমার কাছে প্রতীয়মান হয়। ক্ষমতার প্রয়োজনে ছাত্রদের ব্যবহার করা এবং ক্ষমতার সিংহাসনে উপবেশন করে তাদের পরিত্যাগ করা এদেশের ক্ষমতার রাজনীতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। যারা রাজনীতির স্বার্থ হাসিলের জন্য দলীয় ছাত্রদের যুক্ত করেছেন অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সঙ্গে তাদেরই বরং বিচার হওয়া উচিত ছাত্রদের ভেতরে নৈতিক অবক্ষয় সৃষ্টি করার জন্য। যেদিন থেকে ক্ষমতার আশীর্বাদপুষ্ট ছাত্ররা নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক কার্যক্রমের অংশীদার হল, প্রশাসনিক কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষকরা যখন স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের টেন্ডার ব্যবসায়ের সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ত করে নিজেদের ক্ষমতা রক্ষার জন্য অধীর হলেন, ছাত্রসমাজের সর্বনাশটা তো করলেন তারাই। এটা হচ্ছে আমার বিবেচনায় একটি সুগভীর চক্রান্ত। যেহেতু ছাত্রসমাজ হচ্ছে সমাজের সবচেয়ে স্পর্শকাতর অংশ, ছাত্ররা ঐতিহ্যগতভাবে আমাদের দেশে অপরাজনীতির বিরুদ্ধে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে অকুতোভয় যোদ্ধার ভূমিকা পালন করে এসেছে, সেহেতু তাদের ভেতরে ঢুকিয়ে দাও টাকার নেশা, তাদের নিমগ্ন কর পাপাচারে, তারপর তাদের সমাজের চোখে হেয় এবং লাঞ্ছিত করে দূর করে দাও– এই চক্রান্তটিই এখানে চালানো হচ্ছে অনেক দিন ধরে। তরুণ এবং যুবশক্তির নৈতিক স্খলনে আমাদের দেশের ক্ষমতালিপ্সু রাজনীতিকরা যে ক্ষমাহীন অপরাধ করে এসেছেন দীর্ঘদিন ধরে, তার মুখোশ তো উন্মোচিত হওয়া উচিত। ছাত্ররা সন্ত্রাসী, শিক্ষাঙ্গন সন্ত্রাসের বিদ্যাপীঠ– এ ধরনের কথা তো চলছে। কিন্তু কেউ কি পাল্টা এই প্রশ্নটি করেছেন যে, মফস্বল থেকে আসা নিরীহ সরল একটি ছেলের হাতে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্রটি তুলে দিল কে এবং কার স্বার্থে? হোস্টেলে একটি সিটের জন্য জিম্মি হয়ে থাকা এই যুবকটি তো লেখাপড়া করতেই বিদ্যাপীঠে এসেছিল। কিন্তু কেন তাকে সবকিছুর জন্য 'বড় ভাই' নামক এক শিহরণ সৃষ্টিকারী চরিত্রের সেবাদাসে পরিণত হতে হল? মারিও পুজোর 'গডফাদার' উপন্যাসের রহস্যজনক চরিত্রগুলো এখানে নির্মম বাস্তব হয়ে প্রতিভাত হচ্ছে, হিন্দি সিনেমার রহস্যজনক চরিত্রগুলো এখানে জীবন্ত হয়ে ঘোরাফেরা করছে। বাংলাদেশে তো অনেক সামাজিক বিষয়ে গবেষণা হচ্ছে। আমি অনুরোধ জানাব ছাত্র রাজনীতিতে সন্ত্রাস কীভাবে প্রবিষ্ট হল তার ওপর একটা গবেষণা করার জন্য। শিক্ষাঙ্গনে যাদের এক হাতে তুলে দেয়া হল অস্ত্র এবং অন্য হাতে নেশার সামগ্রী তারা এখন কোথায় আছে, কেমন আছে, জীবিত আছে তো? নিজেদের পরিণতি সম্পর্কে কী ভাবছে তারা, এ সবকিছুরই একটা সুস্পষ্ট ছবি উদ্ধারের জন্য গবেষণা করা যায় না? কেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্যদের, কলেজগুলোর অধ্যক্ষদের, স্কুলগুলোর প্রধান শিক্ষকদের প্রধান কাজ হবে ক্ষমতা প্রদর্শনকারী ছাত্রগোষ্ঠীর মর্জিমাফিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করা? শক্তির কাছে, ক্ষমতার দাপটের কাছে নতজানু শিক্ষক তো প্রকৃতপক্ষে মূল্যবোধকেই নতজানু করে ফেলেন।

ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার আইন প্রণয়নের কথা যারা ভাবছেন তাদের বলি, আইন করে কি বাতাসের চলাচল নিষিদ্ধ করা যায়? আইনের জোরে কি সূর্যের আলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা যায়? সরকার যদি ছাত্রদের সুমতি প্রত্যাশা করে তাহলে সর্বাগ্রে সরকারের মধ্যে সুমতি আসতে হবে। ছাত্রদের লোভী বানাবেন না, তাদের ব্যবসায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করবেন না, নিজেদের সংকীর্ণতার মানসিকতা ওদের মধ্যে প্রবিষ্ট করবেন না। নিজেরা সংশোধিত হলে দেশের রাজনীতি, সমাজ কাঠামো সবই সংশোধিত হবে। বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এখানে ঠ্যাঙানি দিয়ে ভয় দেখানো কাজে লাগে না। এদেশ আঘাত খেলে বিদ্রোহী হয় এটাই হচ্ছে এদেশের ইতিহাসের পাঠ।

**ঢাকা, ২৪ জুলাই ২০০২**